দেড় টাকা

পিনাকী

মাত্র একরাতেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন রমেনবাবু।

চিন্তাটা বেশ কিছুদিন ধরেই মাথায় আবছা ভাবে ঘুরছিল। তেমনভাবে ইন্ধন পায়নি। না পাবার কারণও ছিল। সল্টলেকের এরকম পশ এরিয়ায় এমন একটা বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবার চিন্তা মধ্যবিত্ত মস্তিষ্কে তেমন পুষ্টি পাবে না, এটাই তো স্বাভাবিক ।
তবু চিন্তাটা ছিল।
ফ্ল্যাটটা ছিমছাম সুন্দর অ্যাটাচড বাথমস্। বড়সড় কিচেন। আর ছোট মত একটা বারান্দা। বারান্দা নয় ব্যালকনি। চারতলায়।
সত্যি বলতে কি, সমস্ত ফ্ল্যাটটার মধ্যে ঐ একচিলতে বারান্দা বা ব্যালকনিটাই ছিল তাঁর একমাত্র আকর্ষণ। একান্ত নিজস্ব একটা স্থান।
ঐ উপর থেকে নীচের মানুষজনকে কত ছোট দেখায়! অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় পাল্টে বারান্দায় এসে এককাপ কফি নিয়ে বসা, নিয়নের আলোয় সন্ধ্যের পথটাকে নিত্যনতুন আবিষ্কার করার যে অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন, রিটায়ার করার পরও তা যায়নি।

চারতলায় বলেই বাইরের দেওয়ালে ঝোলানো টবে বিলিতি ফুলের উপস্থিতি ব্যালকনিটার শোভাবর্ধন করে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে অফিসে যাওয়ার সময় আগে তো হামেশাই তাকিয়ে দেখতেন কেমন লাগছে টবগুলো।

এখানে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে----এক , তাঁর হেঁটে বাসস্ট্যাণ্ড যাওয়া। সল্টলেকে থেকেও একটা চারচাকা না কেনাটা তাঁর পরিবারের কেউ পছন্দ করেনি। কিন্তু যেহেতু.....গাড়ী কেনাটা রমেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে বিলাসিতা, এনিয়ে শত কথা কাটাকাটি সত্ত্বেও চারচাকা আসে নি তাঁর ফ্লাটে। ভবিষ্যতে আসবে না ধরে নেওয়া যায়। দুই, যত দিন অফিসে যেতেন, ঐ ব্যালকনির দিকে তাকাতে তাকাতে যাওয়া। .....অণা তো হামেশাই বলত------
"কী আদেখলের মত তাকিয়ে থাকো ব্যালকনির দিকে? দুটো টব লাগিয়ে বার বার দেখছ! তোমার এই টিপিক্যাল মিডলক্লাশ মেন্টালিটি কি কোন দিন যাবে না? লোকে কী বলবে?"
অনেক দিন শুনতে শুনতে একদিন সপ্রতিভ হেসে রমেনবাবু, রাজ্যসরকারের তখন-এক-উচচপদস্থ অফিসার রমেন দত্ত হঠাৎই বলে ফেলেছিলেন-------
"লোকে মোটেই আমাকে আদেখলে ভাবছেনা। বরং মনে মনে ভাবছে লোকটা কত আপ-টু-ডেট, এই বয়সেও অফিস যাবার আগে বউকে রাস্তা থেকেও একবার উইশ করে যায়।"
শুনে অণা, তাঁর দীর্ঘ তিরিশ বছরে স্ত্রী,----সেই অণা, তার একদা পিঠ ছড়ানো, ----একঢাল কোঁকড়ানো চুল তখন 'ছোট হতে হতে" ইউ-কাটে এসে ঠেকেছে --- লজ্জা-লজ্জা মুখে হেসে উঠেছিল কিশোরীর মত। সেই এক অনন্ত গোধূলিতে দেখা বেণী দোলানো কিশোরীর মায়াবী হাসী, যা-কিনা ইদানীং আর দেখাই যেত না রমেন পত্নীর ঠোঁটে যা নাকি কালে-ভদ্রে বিচ্ছিন্ন কিছু মুহূর্ত্তে তার ঠোঁটে ভেসে ওঠে।

তার পরও বহুবার তিনি রাস্তায় যেতে যেতে ঘাড়টা একশ চল্লিশ ডিগ্রী ঘুরিয়ে ব্যালকনিটা দেখেছেন। বউয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। একই রেকর্ড অণা চালিয়েছে। কিন্তু একই উত্তর রমেন বাবু আর দেননি।

তার পরতো রিটায়ারই করে ফেললেন। একবছর হতে চলল।
ফ্ল্যাটটায় তাদের থাকাটাও প্রায় পাঁচবছরের। হয়ত থাকতেন আরো কিছুদিন। হয়ত বা বাকী জীবনটাই যদি না আজ সন্ধ্যেয় সেই ছোট্ট, তুচ্ছ ঘটনাটা ঘটত।
ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের একটাতে ওরা দুজন, রমেন ও অণা থাকেন। সবচেয়ে বড় ঘরটাকে ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং ম বা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তৃতীয় ঘরটায় থাকে রিয়া, তার মেয়ে।
এই তৃতীয় ঘরটির বিষয়ে সচরাচর সাবধানে থাকেন তিনি। কারণ এই ঘর দিয়েই তাঁকে বারান্দায় যেতে হয়। অন্য কে ান পথ নেই। ঐ ঘরে এমনিতে তাঁর ঢোকার দরকার পড়ে না। শুধু মাত্র ব্যালকনিতে যাবার সময়, বিকেলে, ঘরটা অবশ্য-ব্যবহার্য হয়ে পড়ে।
সেই ব্যালকনিতে বসে, বিকেলের শেষ আলোটা শুষে নিচ্ছিলেন রমেনবাবু। দু'চোখে। আর্ম চেয়ারে শরীর হেলিয়ে। অস্ফুট একটা আর্তনাদ যখন প্রথম কানে এল, মন দেননি তেমন। তারপর কী একটা মনে হওয়ায় চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। পশ্চিমের শেষ লালটা ভাল করে দেখা হ'ল না।
ড্রয়িং মে পা দিয়েই ব্যোমকে গেলেন। অণা ঘুরছে। ঘুরছে মানে দৌড়াদৌড়ি করছে। ইতস্ততঃ। বাঁ-হাতে প্রবল আন্দে ালন।
"কী হ'ল তোমার?"
"উহু হু!!! জ্বলে গেল!!"
"কী হয়েছে? কোথায়?"
ঝাঁঝিয়ে উঠল অণা ----"কানা নাকি? দেখতে পাচ্ছ না? বাঁ হাতে --- উরি বাবা!! গেল রে!!"
অণা হাত ঝাঁকাতে থাকে। এবং লাফাতে থাকে। আর্তনাদ পাশাপাশি চলছে।
পুড়লটা কী ভাবে? একটু অনুসন্ধান করতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। গ্যাস---- ওভেনের বাঁ দিকে তাকের ওপর রাখা ছোট ডেকচিটা উল্টে গিয়েই যত গোলমাল। ডেকচিটা এখনও কাত হয়ে রয়েছে। আর তাকে ঘিরে বেশ খানিকটা জল ছড়িয়ে রয়েছে, যে জলের থেকে ধোঁয়া দৃশ্যতঃই ওপরে উঠছে। অর্থাৎ, ফুটন্ত জল হাতে পড়েছে।
কাছে গিয়ে বৌয়ের বাঁ হাত ভাল করে দেখলেন।
যাক সিরিয়াস ইনজুরি নয়। একটু বার্নল লাগালেই চলবে।
"এত লাফাচ্ছ কেন! এমন কিছু তো হয় নি। একটু বার্নল লাগিয়ে দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে। চুপ করে বোসোতো। "---- ধমকের সুরে কথাগুলো বলতে বলতে রিয়ার ঘরের দিকে হেঁটে যান তিনি।
বার্নল এবং অন্যান্য যাবতীয় ওষুধপত্র থাকে ড্রেসিংটেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ারে। রিয়ার ঘর। ডান ড্রয়ারটা রিয়ার কসমেটিক্সের জন্য।
রিয়ার ঘরে সচরাচর খুব সাবধানেই ঢোকেন রমেনবাবু। একদিন অন্যমনস্ক ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে খুব অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর কিছু করার ছিল না। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে ঘরের দরজা হাট করে খুলে রেখে ভিতরে পোশাক বদল াচ্ছে, এটা তো তাঁর জানার কথা নয়।
বলা বাহুল্য, কিঞ্চিৎ অপরাধ বোধেও আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি। হাজার হলেও নিজের মেয়ে তো। যাই হোক, তদবধি ঐ ঘরে তিনি জানান না দিয়ে ঢোকেন না। রিয়া এখন নেই। তাই নিশ্চিন্তে ঢুকলেন। ছোট আলমারীটা, রিয়ার সিংগল-বেড পার হয়ে ড্রেসিংটেবিলের কাছে পৌঁছে গেলেন তিনি।
মেহগনি কাঠের এই টেবিলটা এঘরে রাখা নিয়ে যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছিল মা-মেয়ের সঙ্গে। এসব জিনিস নাকি ওল্ড ফ্য াশন্ড!! আরে বাবা আজ দালদার যুগে এমন খাঁটি জিনিস পাওয়া যাবে?
শুনে সে --- কী গোলমাল! মেয়ে বলল সব কিছুতেই বাবার বুড়ো বুড়ো ব্যাপার। মেয়ের মায়ের সুচিন্তিত অভিমত।---মিডল ক্লাশ মেন্টালিটি।
হ্যাঁ, পুরোনো দিনের প্রতি টান থাকাটা, ফ্যাশানেবল গুডসের চেয়ে খাঁটি জিনিস বেশী পছন্দ করাটা যদি মধ্যবিত্ত ম ানসিকতা হয়, তবে তিনি তাই।

তবে তাঁর কথায় কান দেয় না। কেউই। এই যে ড্রয়িংমে রাখা সাউণ্ড সিস্টেমটা অহরহ জ্যাকসন, ম্যাডোনা বা বাবা স ায়গল শুনিয়ে যাচ্ছে, সেটাও তার পছন্দ নয়। সবসময় ড্রামস্, মারাকাস, বাজানোই আধুনিকতা।
আশ্চর্য!
ড্রয়ারটা খুলে ভ্রূ-কুঁচকে গেল রমেন বাবুর। বার্নল নেই।
কোন জিনিস যদি ঠিক জায়গায় থাকে!! ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা কখনোই পাওয়া যায় না!
অবশ্য বার্নল কাজে লাগেও তো কালে ভদ্র।
তাও ভালো করে ড্রয়ারটা খোঁজেন তিনি।
নেই।
কিনতে হবে।
"ঝড়ু"! হাঁক পাড়েন কাজের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে। এবং হাঁক পাড়ার মুহূর্ত্তটিতেই মনে পড়ে যায় গত কালই ঝড়ু দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।
এই দেশে যাওয়া নিয়েই কি কম গোলমাল হয়েছে? সাত দিন তো দুরের কথা, একদিন ঝড়ু না থাকলেই চোখে অন্ধক ার দেখে অণা। অণা কেন সকলেই মোটামুটি অচল হয়ে পড়ে। কাজেই বাড়ীর সকলেই কম-বেশী বুঝিয়েছেন---"দেখ বাবা, এভাবে চলে যাস না। সামনে পূজো। কত কাজ এখন। চলে গেলে হয়?"
কাজ হয় নি।
এমন কি, পূজোর শার্ট দেওয়া হবে না বলা সত্ত্বেও ঝড়ু গোঁ ধরে রইল। অতএব, হাল ছেড়ে হতাশ গলায় বলতেই হয়---
--- "যাচ্ছিস যা। কিন্তু সাত দিনের মধ্যেই ফিরিস।'
আজ সবে দু'দিন।

বার্নলটা আনতে অগত্যা তাঁকেই বেরোতে হয়। পাজামা, পাঞ্জাবী গলিয়ে বেরিয়ে পড়েন। খড়দায় থাকতে লুঙ্গি পরেই বেড়িয়ে পড়া যেত। ওখানে আজন্ম বড় হবার ফাঁকে যে পরিচিতি, হৃদ্যতা ---- বা বলা যেতে পারে সাবলীলতা ---- গড়ে উঠেছিল চলনে বলনে, তাতে লুঙ্গি, ফতুয়া পরে বেরিয়ে পড়া যেত অনায়াসে। এখানে ওসব চলে না। লুঙ্গি পরে বেরোনোর কথা তো ভাবাই যায় না। রমেন বাবুর অসুবিধা হয় এতে। চারপাশের মেকী অ্যারিস্টোক্র্যাসি, কেমন একট া কৃত্রিম চলা-ফেরা, কথা-বার্তার মধ্যে নিজেকে সবসময় কীরকম নিঃসঙ্গ মনে হয় ---- এখানে, সল্টলেকে।
স্টেশনারী স্টোর্স থেকে বার্নলটা হাতে নেবার পর দাম দিতে গিয়েই গোলমালটা শু হ'ল।
দেড়টাকা কম রয়েছে পকেটে।
ডান-বাঁ দুপকেটেই ভালো ক'রে হাতড়ালেন। খুচরো--খাচরা যদি কিছু থাকে কোনায়।
নাঃ, কিস্যু নেই।
রমেন দত্ত একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।
ধারে নেওয়া যাবে? না! সেও কি সম্ভব? চারতলা ফ্ল্যাট থেকে অভিজাত ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসা একজন প্রাক্তন উচচপদস্থ অফিসারের পক্ষে ধারে কেনা কখনও সম্ভব! একটা স্টোর্স থেকে!
তাও আবার একটা বার্নল!
ব্যাপারটার অসম্ভবতা ঐখানে দাঁড়িয়েই অনুভব করতে পারেন তিনি।
ধারে নেওয়া চলবে না।
কিন্তু এই মুহূর্ত্তে --- দেড় টাকা জোগাড় তো করতে হবে। ঘরে ফিরে গিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু আর্থারাইটিসের ব্য াথাটি ইদানিং বড় চাগাড় দিচ্ছে। বাঁ হাঁটুটা দুর্বল হয়ে পড়ছে দিন দিন। হাঁটতে বড় অসুবিধা হয়। পায়খানায় বসার সময় তো রীতিমত দেওয়াল ধরে বসতে হচ্ছে।
"আর কিছু দেব স্যার?"

চম্‌কে তাকালেন রমেনবাবু। দোকানটা তাঁর চেনা। মাঝে মধ্যেই এখানে আসতে হয় এটা ওটা কেনার জন্য। কিন্তু এই মুহূর্তে এস চেনা দোকানদারের সামনে তিনি খুব অসহায় বোধ করলেন। কী উত্তর দেবেন তিনি। কী উত্তর দেওয়া য ায়!

দেড় টাকা একটু বাদে দেবেন বললে কী বার্নলটা দেবে ও? হয়ত দেবে।

কিন্তু যদি না দেয়? যদি বলে--- ধারে দিই না স্যার! তখন? এতগুলো লোকের সামনে। সে বড় অপমান।

যেন বাস্তবে ঘটেছে তাই, যেন সে অসম্মান চোখে-মুখে এসে বিঁধছে, রমেনবাবু এতটাই অসহায় বোধ করছেন এখন।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে মিঃ মুখার্জী। কাস্টমস্ অফিসার। আফটার শেভ চয়েস করছেন। তাঁর ডান দিকে সিংহানিয়া। ভদ্রলোক কোন একটা ব্যাঙ্কের জোনাল ম্যানেজার। দুজনকেই চেনেন রমেনবাবু। রাস্তায় দেখা হলে, যদিও কদাচিৎ তঁ ারা পদাতিক রমেন দত্তর মুখোমুখি পড়েন, হেসে একটা দুটো সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হয়।

কিন্তু সেই পরিচিতির ভিত্তিতে তো আর দেড় টাকা ধার নেওয়া যায় না।

খড়দায় হলে যেত। দোকানদার-কেও বলা যেত 'পয়সাটা পরে দিয়ে যাব কেষ্ট।" কিংবা "মুখার্জ্জীদা দেড়টা টাকা কম পড়েছে। একটু হেল্প করবেন?"

বলা যায়। কতবার বলেও ছেন।

কিন্তু এখানে? এদের?

কী ভাববেন ওরা!

ভাববেন, রমেন্দ্রনাথ দত্ত, একজন রিটায়ার্ড ক্লাশ ওয়ান অফিসার রমেন্দ্রনাথ দত্ত, চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা পরা রমেন দত্ত-- মাত্র দেড় টাকার জন্য সামান্য একটা বার্নল কিনতে পারছেন না?

কথাগুলো চিন্তা করতেই শিউরে ওঠেন রমেন বাবু। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিরশিরে ---- হীনমন্যতা বোধ হেঁটে চলে বেড়ায়। তিনি সহ্য করতে পারলেন না।

বড় অপমান বোধ হচ্ছে।

বড় বেশী নীচু মনে হচ্ছে নিজেকে। যেন বা সকলেই তাঁর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে আছে। রমেন বাবুর মনে হ'ল অ াশেপাশে সকলেই দু-চোখ ভরে অবজ্ঞার নোনাজল ছুঁড়ে দিচ্ছে তাঁর দিকে।

সে নোনাজলের অনুভব তাঁর নিজের দুটো চোখে।

বার্নলটা রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান তিনি।

সেই রাতে, নির্ঘুম বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমেনবাবু সন্ধ্যের ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক বছর এখানে থেকেই সল্টলেকীয় প্রেস্টিজ বোধের গর্তে পড়ে গেছেন তিনি! মাত্র দেড়টা টাকা, একটু পরে দিচ্ছেন বলে, নিজের চেনা দোকান থেকে একটা বার্নল নিতে পারলেন না! শুধু কী ভাববে সেজন্যই!

তার নিজের মনই যে এত বদলে গেছে, নিজেই তা বোঝেননি! আশ্চর্য!!

এরপরেই, নিজের অহংবোধের গভীর গর্ত থেকে উত্তরণের তাগিদেই হোক বা সন্ধ্যের অসহায় হীনতা বোধ থেকে মুক্তির জন্যই হোক, সেই গুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেললেন তিনি।

তাঁর খড়দাই ভালো। ওখানে কিছু কাছের লোক পাবেন। দেখা হ'লে "দত্তদা, কেমন?" বা "কী খবর দত্তদা" বলার মত লোকের অভাব নেই। প্রয়োজনে একটা সিগ্রেট চেয়ে খাওয়া যায়। যেখানে জন্মেছেন, আজন্ম লালিত সেই ভূমির চেয়ে আপন কিছু আছে কি?

রিয়া, অণা আপত্তির ঝড় তুলবে। সাইক্লোন ঘটে যাবে সংসারে। তিনি জানেন। রিয়া নাক সিটকোবে----"খড়দায় কী আছে, বাপি!"

তার মা বলবে---- "টিপিক্যাল মিডল্‌ক্লাশ মেন্টালিটি।

বলুক। মধ্যবিত্তই হলেন না হয়। তবু তিনি যাবেন। তাঁর খড়দাই ভালো।

মাত্র দেড় টাকার জন্য বার্নল কেনা আটকায় না সেখানে।